গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০১০.১৬-১২৪৮

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪৩০ / ১৭ আগস্ট ২০২৩

বিষয়: বগুড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম বাদশা এর বিরুদ্ধে পৌরসভার তহবিল তছরূপ ও দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত।

সূত্র : জনাব এম এ কে আজাদ, কৈগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া এর আবেদন, তারিখ: ০৩ জুলাই ২০২৩ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকে বগুড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম বাদশা এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার তহবিল তসরূপ ও দুর্নীতিসহ নিম্নোক্ত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত):

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে পৌরসভার ভবনে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপ-শাখা স্থাপন করা;
- জন্ম নিবন্ধনের অর্থ সরকারি তহবিলে জমা প্রদান না করা;
- ই-জিপি টেন্ডারের মাধ্যমে বিধি বহির্ভূতভাবে মেয়ররের এর আত্মীয়-স্বজনদের কাজ পাইয়ে দেয়া। কাজ না করেই টেন্ডারের বিল প্রদান করা;
- বিনা টেন্ডারে পৌরসভার মসজিদের প্রায় ৫০.০০ লক্ষ টাকার কাজ করা;
- পৌরসভা কর্তৃক বিভিন্ন ভবনের প্ল্যান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি;
- পৌরসভার এফডিআর এর অর্থ উত্তোলন ও আত্মসাৎ;
- হাট-বাজার ও বাস টার্মিনালের ইজারা অর্থ আত্মসাৎ

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৭/০৮/২০২৩
মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪১৪২
ইমেইল: lgpaura1@lgd.gov.bd

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. জেলা প্রশাসক, বগুড়া
৫. মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া
৬. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৮. জনাব এম এ কে আজাদ, কৈগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া; মোবাইল: ০১৭২১-৪১৮১৯৬

বরাবর
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-২) এর দপ্তর
স্মাঃ নং তাং
১। পৌর-১ শাখা
২। পৌর-২ শাখা
যুগ্ম-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

ডায়েরী নং ২০৫৬
তারিখ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মন্ত্রীর দপ্তর)

বিষয় ঃ বগুড়া পৌরসভার বিএনপির মেয়র মোঃ রেজাউল করিম বাদশা কতৃক আড়াই বছরে রাজস্ব তহবিলের ৫০ কোটি টাকা ও উন্নয়র ও গুরুত্বপূর্ন শহর অবকাঠামো প্রকল্পের ১০ কোটি টাকা সহ মোট ৬০ কোটি টাকা তহবিল তছরুপ অপচয় আত্নসাৎ ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন প্রসঙ্গে।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন সাক্ষরকারী বগুড়া পৌরসভার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। বাংলাদেশের মানষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশকে দূর্নীতি মুক্ত করতে নিরলস ভাবে কাজ করছেন। বগুড়া পৌরসভার মেয়র রেজাউল করিম বাদশা, বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি তিনি নিজেকে বগুড়া জেলার বাদশা বলে ঘোষনা দিয়েছেন এবং আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের নির্যাতন করে চলেছেন। তিনি পৌরসভাকে তার বাপ দাদার তালুক বলে দাবী করেন। তার নিজস্ব ধ্যান ধারনা ও মনগড়া রীতিনীতির মাধ্যমে পৌরসভাকে পরিচালনা করছেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আইন ও বিধি বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন। ফলে দূনীতি মুক্ত বাংলাদেশ ও সরকারের রুপকল্প ২০৩১ ও ২০৪১ ভেস্তে যাচ্ছে। নিম্নে তার অনিয়ম দূর্নীতি তহবিল তছরুপ সম্পদ বিনষ্ট ও অর্থ আত্নসাৎ এর চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

১। **স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি ব্যাতিরেকে পৌর ভবনের নক্সা পরিবর্তন করে মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপশাখা স্থাপন** ঃ মিডল্যান্ড ব্যাংক থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে পৌরসভার গ্যারেজ ও ভবন ভেঙ্গে মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপশাখা স্থাপন করেন যা পৌর সম্পদ বিনষ্ট।

২। **জন্ম নিবন্ধন থেকে ২.৫ কোটি টাকা আত্নসাৎ** ঃ জন্ম নিবন্ধন ফি সাধারনত ২৫ টাকা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকা। তিনি রাজস্ব কর্মচারী দ্বারা জন্ম নিবন্ধন করান না। তার বিএনপি দলীয় ১০ জন কর্মীকে দিয়ে জন্ম নিবন্ধনের জন্য পৌর মাঠে টেবিল চেয়ার বসিয়ে জন্ম নিবন্ধনের আবেদন এন্ট্রি করায়। তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে ৫০০টাকা, ১০০০ টাকা নিয়ে হয়রানী করে, প্রতিবাদ করার কেহ সাহস করে না। এছাড়াও জন্ম নিবন্ধনের প্রায় ১ কোটি টাকা সরকারী খাতে জমা করা হয়না, পৌর তহবিলে জমা দিয়ে ভুয়া বিল ভাউচার দেখিয়ে তহবিল থেকে উত্তোলন করে আত্নসাৎ করা হয়।

৩। **আত্নীয় কর্মচারীর মাধ্যমে অন্যান্য কর্মকর্তার উপর প্রভাব বিস্তার** ঃ মোঃ আতিকুর রহমান নিম্নমান সহকারী তার স্ত্রী রোকসানা পারভীন উপ সহকারী প্রকৌশলী তার পালিত মেয়ে জামাইয়ের আত্নীয়। তাদের তালোড়া ও শিবগঞ্জ পৌরসভা হতে বগুড়া পৌরসভায় বদলী করা হয়। প্রকৌশল শাখার যাবতীয় ঠিকাদারী বিল, যানবহন মেরামত ও নক্সা দেখভাল করার দায়িত্ব তাদের উপর দেয়া হয়। ই-জি-পি টেন্ডারের মাধ্যমে উপ সহকারী প্রকৌশলী মোঃ হুমায়ন কবীর বিধি বহিভূত ভাবে মেয়রের আত্নীয় স্বজনদের/বন্ধু মহলদের কাজ পাইয়ে দেয়। কাজ না করেই টেন্ডারের বিল প্রদান করা হয়। বিগত ২ বছরে প্রায় কাজ না করেই রাজস্ব উন্নয়ন ও প্রকল্পের তহবিল থেকে ১০ কোটি টাকা বিল পরিশোধ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কোন কাজের নমুনা নেই। রাস্তা ঘাট ড্রেন জলাবদ্ধতার চিত্র দেখলেই প্রমান পাওয়া যায়।

মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মন্ত্রীর একান্ত সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ডায়েরী নং .... তারিখ
১। যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-১)
২। যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-২)
৩। উপ-সচিব (সিঃকঃ১/২)
৪। উপ-সচিব (পৌর-১/২)

৪। **টেন্ডারের ক্ষতার অপব্যবহার ঃ** বগুড়া পৌরসভার মেয়রের ক্ষমতা বলে ১,৯৯,০০০/- টাকা অথাৎ ২,০০,০০০/- টাকার নিচে যে কোন কাজ বিনা টেন্ডারে দিতে পারেন। কিন্তু দূর্নীতিবাজ মেয়র মোঃ রেজাউল করিম বাদশা বগুড়া পৌরসভা মসজিদ বিল্ডিং তৃতীয় ও চতুর্থ তলা ভবন নির্মানের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দিন হাজিরার মাধ্যমে করেছেন। সেটাও আবার এমন এক অফিসার যিনি নিলফামারী পৌরসভায় দুর্নীতির মামলা খেয়ে বদলী হয়ে বগুড়া পৌরসভায় এসে ১৭ বছর ধরে বগুড়া পৌরসভা এলাকায় বিলাশবহুল একাধিক ফ্লাটের মালিক হযেছেন। সেই অর্থ লোভি অফিসার শহর পরিকল্পনাবিদ আল মেহেদী হাসান কে দিয়ে মসজিদের তৃতীয় ও চতুর্থ তলা ভবনের নির্মানের মাধ্যমে দুজনে মিলে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে তুলেছেন। বগুড়া পৌরসভায় মেযরের পছন্দের লোক হলে তার কোন চিন্তা নাই। তার যোগ্যতা থাক বা না থাক, যেমন শহর পরিকল্পনা বিদ আল মেহেদী হাসানকে দিয়ে শহর উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে প্লান পাশের ব্যবসায় লাগিয়েছেন। প্লান পাশের সমস্থ কাজ তিনি একাই করে থাকেন। বগুড়া পৌরসভার নক্সা অনুমোদন কমিটি তার সুপরিচিত বন্ধু বান্ধব দ্বারা গঠিত, যার কারনে সে সহজে সমস্থ দুই নাম্বার প্লান পাশে বিশেষ করে তার সুপরিচিত ইঞ্জিনিয়াররা ছোট রাস্তা বড় দেখিয়ে অনুমোদন করে নেন। এর বিপরীতে তিনি বিশাল অংকের টাকা নেন। যার একটা অংশ মেয়রের পকেটে যায়।

৫। **ভবনের নক্সা অনুমোদনে দূর্নীতি ঃ** বিগত আড়াই বছরে প্রায় ৩০০০ বিল্ডিং এর নক্সা অনুমোদন দেওয়া হয়। ৫ ফিট রাস্তাকে ১০ ফিট দেখিয়ে, ১০ ফিট রাস্তাকে ২০ ফিট দেখিয়ে ও ২০ ফিট রাস্তাকে ৩০ ফিট দেখিয়ে প্রতিটি নক্সা থেকে ৫০০০০/- টাকা থেকে ৫০০০০০/- টাকা উৎকোচ নিয়ে নক্সা অনুমোদন করেছেন। ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নক্সা নথী পর্যালোচনা করলেই সত্য প্রকাশ পাবে। এখাতে তিনি প্রায় ৫ কোটি টাকা অবৈধভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন এবং বগুড়া পৌরসভাকে একটি মৃত্যকুপের শহরে পরিনত করেছেন।

৬। **প্লান পাশের দূর্নীতি ঃ** প্রায় ১ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে সরকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কোয়াটার এর প্রাচীর ভেঙ্গে কোয়াটারের ১৫ ফুট রাস্তাকে ওই মালিকের রাস্তা দেখিয়ে ৬ তলা আবাসিক ভবন বে-আইনিভাবে অনুমতি দেয়, দূর্নীতিবাজ মেয়র রেজাউল করিম বাদশা। এখানে বলাবাহুল্য তার কি এমন শক্তি আছে যে সরকারী সিমানা প্রাচীর ভেঙ্গে দেয় ? এছাড়াও মেয়র বাদশার নামে একটি অভিযোগ দাখিল করে মোবাশ্বের নামে এক ব্যাক্তি। বিষয় ছিল ছোট রাস্তা বড় দেখিয়ে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে প্লান পাশের দূর্নীতি। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ বগুড়া জনাব মামুনুর রশীদ সাহেব একটি তদন্ত চিঠি দিলেও আজ তা অদৃশ্য কারনে বন্ধ হয়ে আছে। সেই তথ্যগুলো হচ্ছে ঃ ২৮/২/২০২২ তাং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৫ম সভায় ৬১ নং স্বারক ৭৬৬ নং নাম আবু তাহের মোঃ জাকির হোসেন ৯ ফুট রাস্তা ড্রেনসহ যাহার পাবার কথা ৩ তলা কিন্তু সেখানে ড্রেনইন দেখিয়ে (ড্রেনইন দেখিয়ে আইনি কোন ভাষা নেই) এটা মেয়রের পা চাটা শহর পরিকল্পনাবিদ আল মেহেদি হাসানের নাটক প্রায় ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে নিয়ম বহিভূতভাবে অনুমোদন দেয় ৬তলা আবাসিক ভবন। এখানে উল্লেখ্য সকলে (১৫ জন) ব্যাংকার। সাবেক অর্থবছর ফাইল ৭৭১/(২০২১-২০২২) ইং বহু প্রতিক্ষার পর সাবেক মেয়রের সময় অনুমতি না পেয়ে বর্তমান মেয়র ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে ৫ম সভার ৩০ নং সিরিয়াল ৬ তলা আবাসিক ভবনের অনুমতি দেয়। অপর দিকে ৫ম সভায় ৩১ নং সিরিয়াল এস এম রেজাউল নবী দিং স্বারক ৭২১ তাং ২২/১২/২০২১ ইং ফাইলটি ৬ তলা আবাসিক ভবনের অনুমতি দেয় দূর্নীতির মহারাজা বগুড়া পৌরসভার মেয়র রেজাউল করিম বাদশা। এখানে উল্লেখ্য এই ফাইল দুইটি একই ব্যাক্তির যেখানে ব্যাংকের লোন বিষয় জড়িত ছিল। এভাবে বহু প্লান পাশের দূর্নীতি আছে যাহার একমাত্র সাক্ষী ১৭ বছর ধরে বগুড়া পৌরসভায় থাকা শহর পরিকল্পনাবিদ দূর্নীতি সৃষ্টিকারী জনাব আল মেহেদী হাসান। যাহার মূল কাজ শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা করা। কিন্তু সেকাজ বাদ দিয়ে মেয়রের সাথে প্লানের দূর্নীতি ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন।

৭। **পৌরসভার টাকায় বিএনপি কর্মীদের বেতন ভাতা প্রদান ও আত্নসাৎ ঃ** ১০ জন বিএনপি কর্মীকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি না নিয়ে মাষ্টারোলে নিয়োগ প্রদান করেছেন। তারা পৌরসভার কোন কাজ করেনা, কাজ করে বিএনপির বিভিন্ন শাখা অফিসে ও মেয়রের আত্নীয় স্বজনদের বাড়িতে ও ব্যক্তিগত অফিসে ঃ (ক) **সাখাওয়াত হোসেন** বিএনপি জেলা অফিসের দাড়োয়ান (খ) **স্বপন** মেয়রের ব্যক্তিগত গাড়ী চালক (গ) **মোকছেদ** দূর্নীতিবাজ মেয়রের চামচা এবং উৎকোচ গ্রহনকারী (ঘ) মেয়রের বাসার দাড়োয়ান, কেয়ারটেকার, লিফটম্যান ও দৈনিক বগুড়া পত্রিকার পিয়ন মোট ১০ জন বেতন নেয় পৌরসভার তহবিল থেকে। তার পরিমান বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। যা সম্পূন্ন তছরুপ আত্নসাৎ ও প্রত্যক্ষ দূর্নীতি।

৮। **আর্থিক সাহাযোর নামে বছরে ৫০ লক্ষ টাকা আত্নসাৎ ঃ** প্রতি বছর ১ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ভূয়া ভোটার আইডি কার্ড যোগাড় করে মেয়র পরিচিত নিকট আত্নীয়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা ভূয়া ভোটার আইডি কার্ড দেখিয়ে আত্নসাৎ করা হয়। যার কোন মাষ্টাররোল নাই অডিট বা ট্যাগ অফিসারও নাই।

৯। **গোডাউন ভাড়ার নামে বছরে ৭০ লক্ষ টাকা আত্নসাৎ ঃ** ৭ই জুন দৈনিক করতোয়ায় প্রকাশিত প্রতি বছর গোডাউন ভাড়ার নামে ৭০০০০০/- টাকা উত্তোলন করে আত্নসাৎ করা হয়। বাস্তবে কোন গোডাউন বা অফিস নাই। এর অর্ধেক আত্নসাৎ করে মেয়র রেজাউল করিম বাদশা। ২ বছরে আত্নসাৎ করেছেন ২ কোটি টাকা।

১০। **ভূয়া বিল ভাউচার টেন্ডার কোটেশন ডিপিএম ইত্যাদির মাধ্যমে বছরে ১০ কোটি টাকা ২.৫ বছরে ২৫ কোটি টাকা আত্নসাৎ ঃ** বগুড়া পৌরসভার মোট রাজস্ব আয় ২৫ কোটি টাকা। রাজস্ব কর্মচারী লেবার, সুইপার ও মাষ্টাররোল বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় হয় বছরে ১০ কোটি টাকা অবশিষ্ট ১৫ কোটি টাকা বিভিন্ন ভূয়া টেন্ডার, ভূয়া বিল ভাউচার দেখিয়া অর্থ পৌর তহবিল থেকে আত্নসাৎ করে।

১১। **কর্মচারীদের ৫ কোটি টাকা এফডিআর এর লভ্যাংশের ৫০ লক্ষ টাকা উত্তোলন ও আত্নসাৎ ঃ** বিগত মেয়র ও পিএনও পৌরসভা কর্মচারীদের গ্রাচুয়িটির ৫ কোটি টাকা রুপালী ব্যাংক (কর্পোরেট শাখা) জজকোট বগুড়া শাখায় এফডিআর করে রেখে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মচারী বিশ্বস্থ সুত্রে জানায় যে কর্মচারীদের উক্ত এফডিআর লভ্যাংশের টাকা মেয়র ও পিএনও মোঃ শাহজাহান আলম যৌথভাবে সাক্ষরে ৫০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ভাবে খরচ করেছে যা সম্পূন্ন অনিয়ম দূর্নীতি ও আত্নসাৎ।

১২। **হাট বাজার বাস টার্মিনালের ইজারার টাকা আত্নসাৎ ঃ** পৌরসভার বিভিন্ন হাট বাজার বাস টার্মিনালের ইজারা প্রায় ৩ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করিয়া তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের পকেটে ভরিতেছেন।

১৩। **মাস্তান/ক্যাডার দ্বারা বাজার দখল ঃ** মাস্তান/ক্যাডার দ্বারা মালিকানা জায়গা জোর পূর্বক দখল করে পৌরসভার আন্ডারে নিয়ে লিজ দিয়ে আইন অবমাননা করেছেন এবং পৌর পিতা হয়ে পৌরবাসীর গলার উপর পাঁ তুলে দিয়েছেন। (পৌরসভার হাট-বাজারগুলো সরেজমিনে গেলেই সব বের হয়ে আসবে)

১৪। **সহকারী জজ আদালতে ১১ টি মামলা ঃ** বিভিন্ন অনিয়ম ও দূর্নীতির কারনে বিএনপি মেয়রের নামে ১১ টি মামলা সহকারী জজ আদালত বগুড়াতে বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৬ টি মামলায় বিজ্ঞ আদালত এই দূর্নীতিবাজ মেয়রকে শোকোজ করেছেন।

১৫। ব্যাটারি চালিত ইজি বাইক ও অটোরিক্সা ট্যান্ড সরকারী নির্দেশনা থাকার পরও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজ আত্নীয় স্বজনদের নামে লিজ দিয়ে নয়-ছয় করেছেন।

১৬। বগুড়া পৌরসভার বসতবাড়ী. ভবন স্থাপনাদি এ্যাসেসমেন্ট কর নিরুপন কমিটির করার বিধান কিন্তু তাদেরকে নাম মাত্র সই করার ক্ষমতা দিয়ে মেয়র মোঃ রেজাউল করিম বাদশা তার ইচ্ছামত ৭৫% কর হ্রাস

করিতেছে এবং আদায়কালে আবার ৩০% রিবেট দিয়ে পৌরসভার আর্থিক ক্ষতি করিতেছে। বিনিময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে উপরি হিসাবে ১৫% হাতিয়ে নিচ্ছেন।

১৭। বিগত ২০২০-২১,২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে টিআর এর প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তিনি টিআর এর টাকার কোন কাজ না করিয়া নিজ আত্নীয়/পরিচিতদের নামে ভূয়া প্রকল্প দেখিয়ে বিল ভাউচার দাখিল করে এমনকি প্রকল্প ও এডিপির কাজকে টিআর হিসাবে দেখিয়ে অথ্যাৎ দৈততা দেখিয়ে বিল উত্তোলন করে আত্নসাৎ করিয়াছে। যার ৫০% তিনি নিয়ে থাকেন।

অতএব দূর্নীতিবাজ অনিয়মকারী স্বঘোষিত বগুড়ার রাজা বাদশা নামে খাত দূর্নীতিবাজ মেয়র মোঃ রেজাউল করিম বাদশার বিরুদ্ধে তদন্ত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করে বগুড়া পৌরবাসিকে রক্ষার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক

০৬/০৭/২৩

পৌরবাসীর স্বার্থে

এম এ কে আজাদ

কৈগাড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া।

মোবা ঃ ০১৭২১-৪১৮১৯৬

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইলো ঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২। মাননীয় সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়।

৩। মাননীয় সচিব, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রনালয়।

৪। মাননীয় যুগ্ন সচিবগন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রনালয়।

৫। চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৬। সকল পরিচালক/কমিশনারবৃন্দ।

৭। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।

৮। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।

৯। দূর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

১০। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

১১। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

১২। প্যানেল মেয়র ১/২/৩ বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

১৩। সকল কাউন্সিলরবৃন্দ, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

বেসরকারি বেতনভুক্ত
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী
ভবিষ্যৎ তহবিল কার্যালয়ে
উপস্থাপনার জন্য - এখানে ক্লিক করুন।
ফোন: ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
[illegible]
[illegible]

স্মারক নং [illegible]   তারিখঃ [illegible] খ্রিঃ।

প্রেরকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া বিভাগ, বগুড়া।

প্রাপকঃ [illegible] মোঃ [illegible] হোসেন
[illegible] বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

বিষয়ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া বিভাগের আবাসিক এলাকার বাউন্ডারী ওয়াল পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র দপ্তরকে অবহিত না করে আপনাদের আবাসিক ভবন নির্মাণের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া বিভাগের আবাসিক চত্বরের বাউন্ডারী ওয়াল ভেঙে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন করেছেন। অত্র দপ্তরের কর্মচারী জনাব মোঃ আলম হোসেনের মাধ্যমে আপনাকে অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করা হলেও আপনি অফিসে উপস্থিত হননি এবং জনাব মোঃ আলম হোসেনকে জানিয়েছেন যে, ভবন নির্মাণ শেষ হলে আপনি/আপনারা ভাঙা বাউন্ডারী ওয়াল পুনর্নির্মাণ করে দিবেন কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত ওয়াল পুনর্নির্মাণ করা হয়নি যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

এমতাবস্থায় আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত বাউন্ডারী ওয়াল পুনর্নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

২৩/৫/২৩
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।

স্মারক নং ৪৬.০৩.৮১.১০.৬১.২২-৫০৩   তারিখঃ ২৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।
১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
২। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
৩। মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

২৩/৫/২৩
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।

বগুড়া পৌরসভা [illegible]

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, [illegible]
[illegible]

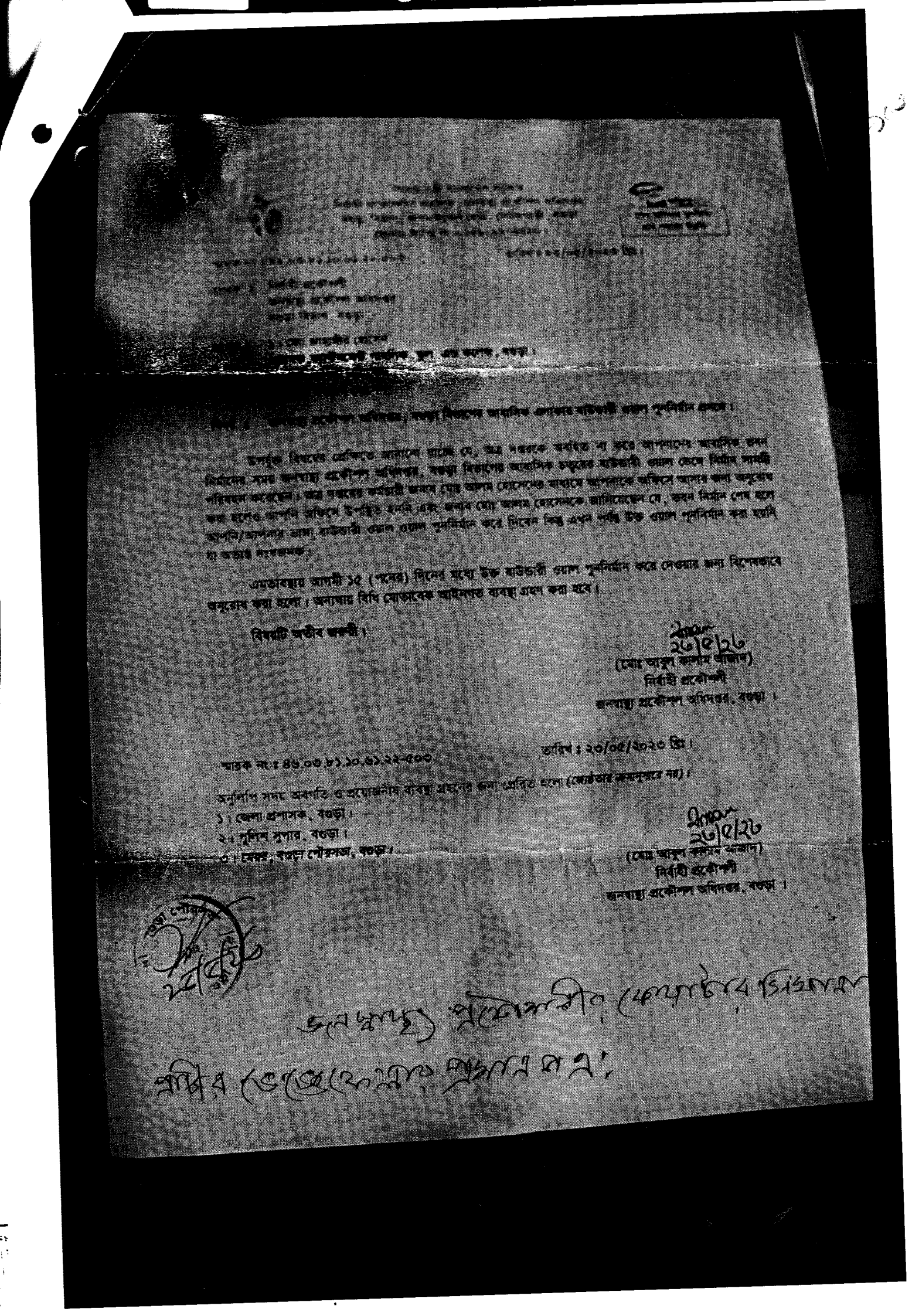

midlandba[nk]

bank for inclusive gr[owth]

শুভ উদ্বোধন

বগুড়া পৌরসভা উপশাখা

৩০ এপ্রিল ২০২৩

মিডল্যান্ড ব্যাংক-এ একাউন্ট খুলে সারা বাংলাদেশে যেকোনো
এটিএম থেকে ডেবিট কার্ড দিয়ে টাকা তুলুন

কোনোরকম চার্জ ছাড়াই।

আর উপভোগ করুন আধুনিক ও উন্নত
আন্তরিক ব্যাংকিং সেবা

অনুমতি [illegible]
[illegible]
[illegible]

বগুড়া পৌরসভা উপশাখা

বগুড়া পৌরসভা ভবন, হোল্ডিং নং-৩২৬, জেলখানা রোড, ওয়ার্ড নং-০৭
পৌরসভা- বগুড়া, থানা- বগুড়া, জেলা- বগুড়া

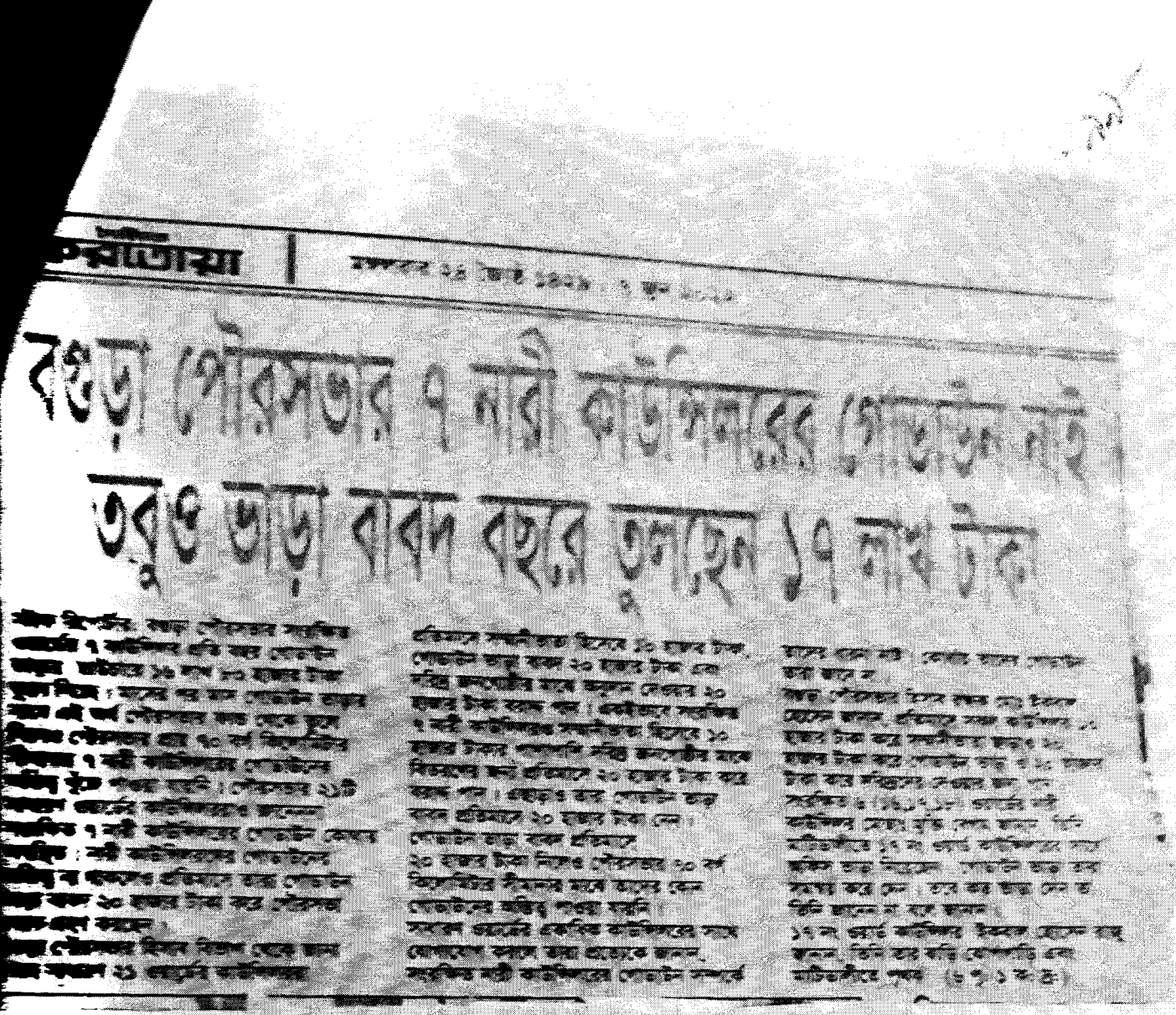

দৈনিক করতোয়া | মঙ্গলবার [illegible]

বগুড়া পৌরসভার ৭ নারী কাউন্সিলরের গোডাউন নেই তবুও ভাড়া বাবদ বছরে তুলছেন ১৭ লাখ টাকা

[illegible]

বগুড়া পৌরসভার ৭ নারী কাউন্সিলরের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

[illegible]